প্রথম আলো

পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

বিবিসির সংলাপে শিক্ষামন্ত্রী

মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর বাড়লেও যোগ্যরাই শিক্ষক নিয়োগ পাবেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম বলেছেন, বর্তমান সরকার শিক্ষাব্যবস্থায় বা শিক্ষক নিয়োগে কোনো ধরনের রাজনীতির সুযোগ দেবে না। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বাড়লেও যোগ্য লোকদেরই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে।

রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে গতকাল শুক্রবার আয়োজিত বিবিসির বাংলাদেশ সংলাপে তিনি এ কথা বলেন। বিবিসির শিক্ষাবিষয়ক এ সংলাপে আলোচক হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিঞা এবং বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতির (এফবিসিসিআই) সভাপতি আনিসুল হক। সংলাপের সঞ্চালক ছিলেন বিবিসির মিথিলা ফারজানা।

সংলাপে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বিষয়ে রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, আগে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে ৭০ নম্বরের লিখিত এবং ৩০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা ছিল। তাঁর মতে, একজন পরীক্ষার্থীর সার্বিক মেধা যাচাইয়ের জন্য মৌখিক পরীক্ষা থাকতেই পারে। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর বেশি থাকলে দুর্নীতি আর অস্বচ্ছতার সুযোগ থাকে। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর কমিয়ে ১০ করা হয়। এতে দুর্নীতিও কমে আসে। বর্তমান সরকার তা বাড়িয়ে ২০ করায় আবারও অস্বচ্ছতা ফিরে আসতে পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি।

মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, শিক্ষক নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষা অবশ্যই থাকা দরকার। তবে নম্বর যত কম থাকবে, ততই ভালো।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম বলেন, একজন পরীক্ষার্থীকে শিক্ষক হিসেবে যথাযথভাবে যাচাই করে নেওয়ার জন্যই মৌখিক পরীক্ষা। তিনি বলেন, ২০ নম্বরের যে মৌখিক পরীক্ষার কথা বলা হচ্ছে, সেখানে ৫ নম্বর থাকবে প্রার্থীর শিক্ষাজীবনের ফলাফলের জন্য আর বাকি ১৫ নম্বর থাকবে মৌখিক পরীক্ষার জন্য। তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করে বলেন, বর্তমান সরকার কোনোভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির কোনো সুযোগ দেবে না।

বাংলাদেশে বর্তমানে একই সঙ্গে তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকা নিয়ে এক দর্শক প্রশ্ন করেন। এর জবাবে রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, দেশে ১১ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। একে মোটা দাগে তিন ধরনের বলা যায়। কিন্তু এই তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি সাধারণ মানদণ্ড নিয়ন্ত্রণ রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

আনিসুল হক বলেন, ইংরেজি, বাংলা বা মাদ্রাসার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শেষ পর্যন্ত যে শিক্ষার্থী বের হয়ে আসছে, এই শিক্ষা তাকে কী দিতে পারছে।